B.

AYESHA ABED
LIBRARY

BRAC
66, Mohakhali C.A, Dacca-12

ওটেপ
কর্মী নির্দেশিকা

ও আর ডাব্লিউ টীমের প্রোগ্রাম অরগানাইজারদের জন্য

ব্র্যাক BRAC
৬৬ মহাখালী, ঢাকা ১২, বাংলাদেশ

ব্র্যাক
ওটেপ

ব্র্যাক বিশ্বাস করে থাকে যে, জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহন ছাড়া সত্যিকার উন্নয়ন সম্ভব নয়। ১৯৭২ সাল থেকেই তাই ব্র্যাক জনগণকে সংগঠিত করার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বিভিন্ন প্রকল্প এলাকায় কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে ব্র্যাক অন্যান্য কর্মসূচীর পাশাপাশি ওটেপ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে। এ কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে –

(ক) ডায়রিয়া সংক্রান্ত রোগে মৃত্যুর হার বিশেষ করে শিশু মৃত্যুর হার কমানো।
(খ) ১৯৮৩ সনের জুন পর্যন্ত ২য় পর্যায়ে ৭টি জেলার (ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাংগাইল, পটুয়াখালী, বরিশাল ও জামালপুর) প্রতিটি বাড়ীর কমপক্ষে একজনকে ডায়রিয়া চিকিৎসা পদ্ধতি শেখানো।
(গ) জনগণের মধ্যে ডায়রিয়া প্রতিরোধের জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করা।

ওটেপ কর্মসূচীর সফল ও সার্থক বাস্তবায়নের জন্য এর অধীন বিভিন্ন কর্মকান্ডের উদ্দেশ্য ও বাস্তবায়নের পদ্ধতিগত প্রক্রিয়াগুলো নিম্নে বর্ণিত হল।

১। কর্মসূচী শুরুর সম্ভাব্যতা যাচাই (Pre-operation Study)

উদ্দেশ্য :- কাজ করার জন্য আনুষঙ্গিক তথ্যাদি সংগ্রহ, নির্বাচিত প্রশাসনিক যোগাযোগ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে কর্মসূচী বাস্তবায়নের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করা।

পদ্ধতি :

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসূচী বিস্তারিত ভাবে তার সামনে তুলে ধরা। এরিয়া ম্যানেজার কর্তৃক দেয়া চিঠি ও কর্মসূচী সংক্রান্ত অন্যান্য কাগজপত্র যেমন লিফলেট, ক্যালেন্ডার ইত্যাদি তাকে প্রদান করা এবং কর্মসূচী বাস্তবায়নে তার সর্বাত্মক সহযোগিতা চাওয়া
(খ) উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে দিয়ে উক্ত থানাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের কাছে চিঠি ইস্যু করানো যাতে স্থানীয় সরকার কর্মসূচী বাস্তবায়নে সহযোগিতা প্রদান করেন।
(গ) নির্বাহী অফিসার এর অফিস থেকে উক্ত থানার মানচিত্র, ইউনিয়নসমূহের তালিকা ও থানা পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নাম সংগ্রহ করা।
(ঘ) উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে চেয়ারম্যানদের মাসিক থানা ভিত্তিক কো-অর্ডিনেশন মিটিং এর নির্ধারিত তারিখ সংগ্রহ করা ও পরবর্তীতে মিটিং এ উপস্থিত হওয়া। সম্ভব হলে মিটিং করা এবং চেয়ারম্যানদের প্রভাবিত করে তাদের সহযোগিতা চাওয়া।
(ঙ) থানা স্বাস্থ্য প্রশাসকের নিকট হতে উক্ত থানাধীন সকল পল্লী চিকিৎসককে এই কর্মসূচীর পক্ষে কাজ করার জন্যে নির্দেশ দিয়ে চিঠি ইস্যু করানো এবং কর্মসূচী সংক্রান্ত কাগজপত্র তাকে দেওয়া।

(চ) থানা শিক্ষা অফিসারের কাছ থেকে উক্ত থানাধীন সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তালিকা ও ঠিকানা সংগ্রহ করা। শিক্ষা অফিসারের দ্বারা প্রাইমারী স্কুলের প্রধান শিক্ষকদের কাছে এই মর্মে চিঠি ইস্যু করানো যাতে স্কুল ফোরাম কার্যকর করার অভিপ্রায়ে তারা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেন। কর্মসূচী সংক্রান্ত কাগজপত্র তাকেও দিতে হবে।

(ছ) বি.আর.ডি.বি'র প্রজেক্ট অফিসারের সাথে দেখা করা এবং সমবায় সমিতির ম্যানেজারদের সাথে নির্ধারিত মিটিংগুলোতে যোগদান করা ও কর্মসূচীর বিস্তারিত আলোচনা করা। কর্মসূচী সংক্রান্ত কাগজপত্র তাঁকে প্রদান করা।

(জ) থানা অফিসার ইনচার্জ উক্ত থানার কাজ চলাকালীন অবস্থায় ওটেপ কর্মীদের নিরাপত্তার ব্যাপারে যাতে সজাগ ও সতর্ক দৃষ্টি রাখে সে ব্যবস্থা করা। কর্মসূচী সংক্রান্ত কাগজপত্র তাকে প্রদান করা।

(ঝ) থানা পর্যায়ের সকল প্রশাসনিক কর্মকর্তার সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের মাধ্যমে কর্মসূচী বিস্তারিত ভাবে তুলে ধরা ও তা বাস্তবায়নে তাদের সাধ্যমত সহযোগিতা চাওয়া। কর্মসূচী সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র তাদের মধ্যে বিতরন করা।

(ঞ) থানা পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতাদের সাথে যোগাযোগ এবং কর্মসূচীর প্রতি তাদের সমর্থন আদায় করা। কর্মসূচী সংক্রান্ত বিভিন্ন কাগজপত্র তাদের প্রদান করা।

(ট) থানা পর্যায়ে সকল অফিস, দোকান ও গুরুত্বপূর্ন স্থানে পোষ্টার লাগানো

(ঠ) প্রতিটি ইউনিয়নে যেয়ে উক্ত ইউনিয়নের চেয়ারম্যান, মেম্বারদের সাথে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে যোগাযোগ করা। তাদের সামনে কর্মসূচী তুলে ধরা ও সহযোগিতা চাওয়া। মেম্বার ও হাতুড়ে ডাক্তারদের নামের তালিকা ও ঠিকানা সংগ্রহ করা।

(ড) চেয়ারম্যানের অফিস থেকে ঐ ইউনিয়নের মানচিত্র, গ্রামের নাম, অবস্থান ও পরিবার সংখ্যা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম, অবস্থান ও ঠিকানা এবং গ্রামগুলোর নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের নাম সংগ্রহ করা। ইউনিয়নের হাট বাজার ও যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারনা নেওয়া।

(ঢ) টিমের শিবির নির্বাচন করা (বিস্তারিত জানার জন্য <u>শিবির নির্বাচন</u> পড়ুন)

(ণ) সমস্ত কাজের বর্ণনাসহ থানার প্লান(Operational plan) তৈরী করা ও তা এরিয়া ম্যানেজারের নিকট পেশ করা।

(ত) থানা পর্যায়ে কোন স্বেচ্ছা সেবী সংস্থা কাজ করে কি না তা খোঁজ করা। তাদের সাথে যোগাযোগ করে বিস্তারিত আলোচনা পূর্বক সাধ্যমত সহযোগিতা চাওয়া।

(থ) থানা স্বাস্থ্য প্রশাসক/ইউ, পি, চেয়ারম্যানের নিকট থেকে পল্লী চিকিৎসক/ফার্মেসী সহকারীদের তালিকা ও ঠিকানা সংগ্রহ করা। সম্ভব হলে থানা স্বাস্থ্য প্রশাসকের মাধ্যমে পল্লী চিকিৎসক সহকারী হাতুড়ে ডাক্তারদেরকে আমন্ত্রণ করে থানা পর্যায়ে সেমিনার করা।

২। শিবির নির্বাচন (ইউনিয়ন ভিত্তিক) (Base Selection):

উদ্দেশ্য :- টিমের জন্য একটি নির্দিষ্ট থাকার স্থান নির্ধারন যেখান থেকে টিম ইউনিয়নের সকল গ্রামে সুন্দর ও সুষ্ঠু ভাবে কাজ করতে পারে ।

পদ্ধতি :

(ক) শিবির নির্বাচনে ক্রিঅপারেশন ষ্টাডি টিমের কাজ :

: ক্রিঅপারেশন ষ্টাডি টিমের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন কাজ হল শিবির নির্বাচন । এই শিবির নির্বাচনের উপর কর্মসূচীর সফলতা অনেকাংশে নির্ভর করে । ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, মেম্বার এবং নেতৃস্থানীয় লোকজনের সাথে আলাপ-আলোচনা করে প্রতিটি ইউনিয়নে উপযুক্ত শিবিরের স্থান নির্বাচন করা হয় । শিবির নির্বাচনের সময় উক্ত টিমের যে বিষয়গুলোর উপর গুরুত্ব দিতে হয় তা হল –

– শিবির যেন যথা সম্ভব ইউনিয়নের মধ্যবর্তী স্থানে হয় ।
– শিবির সাধারনত অব্যবহৃত সরকারী ক্লিনিক, ইউনিয়ন পরিষদ অফিস, কমুনিটি সেন্টার, স্কুল, প্রভাবশালী ব্যক্তির বাড়ী ইত্যাদি স্থানে করা হয়ে থাকে । শিবিরটি সবদিক দিয়ে নিরাপদ কিনা তা সব ক্ষেত্রে যাচাই করে দেখতে হবে ।
– বসত বাড়ীতে শিবির নির্বাচন করা হলে উক্ত গৃহকর্তা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে অন্য লোকজন মারফত গভীর ভাবে জেনে নিতে হবে ।

: শিবিরে নিম্নলিখিত সুবিধা সমূহ বর্তমান আছে কি না সেদিকে নজর রাখতে হবে ।

– বাস উপযোগী নিরাপদ কক্ষ সমূহ ।
– রান্না করার মতো জায়গা
– পানিয় জলের উৎস, গোসল ও পায়খানার ব্যবস্থা ।

(খ) শিবির নির্বাচনে ও-আর-ডি-টি, টিমের পি, ও দের কাজ :

: নির্দিষ্ট শিবিরের তালিকা প্রধান অফিস থেকে সংগ্রহ করা ।

: ইউনিয়নের কাজ শুরু করার কমপক্ষে ৭ দিন পূর্বে ঐ ইউনিয়নে যাওয়া এবং নির্দিষ্ট শিবিরটি দেখা । শিবিরটিকে বাস উপযোগী করে তোলার জন্য কোন কাজ যেমন – দরজা, জানালা, অস্থায়ী পায়খানা তৈরী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ইত্যাদি ধরনের কাজ বাকী থাকলে তা করানোর ব্যবস্থা করা ।

এ সময় নতুন কোন শিবির নির্বাচনের প্রয়োজন দেখা দিলে তা করতে হবে ।

: শিবিরে যাওয়ার ২-১ দিন পূর্বে শিবিরটি সবদিক থেকে ঠিক হয়েছে কিনা তা দেখা ও নিশ্চিত করা ।

: রি-ইনফোর্সমেন্ট টিমের বেস নির্ধারন করা ।

৩। প্রাক - যোগাযোগ (Pre-contact) :

বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় মহিলা কর্মীদের দ্বারা গ্রামে গ্রামে কাজ করানোর অনেক অসুবিধা আছে। যেমন, মহিলা কর্মী সম্পর্কে গ্রামের লোকজনের ধারনা যে তারা পরিবার পরিকল্পনার কর্মী। এতে মাকে সহজভাবে ডায়রিয়া সম্পর্কে শিক্ষাদান কার্য কিছুটা হলেও ব্যাহত হয়। তাছাড়া গ্রামের মহিলারা যে শিক্ষা পাচ্ছে তা যদি পুরুষ শ্রেনী কর্তৃক স্বীকৃত না হয় তা হলে মহিলারা এই শিক্ষাকে কাজে লাগাতে পারবে না। এসব অসুবিধা দূর করার জন্য যোগাযোগ করা হয়ে থাকে। যে সব উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে প্রাক যোগাযোগ করা হয় তা হচ্ছে :

(ক) ম ও.আর.ডব্লিউদের সহজভাবে গ্রামে কাজ করার পরিবেশ সৃষ্টি করা।
(খ) গ্রাম সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করা। অর্থাৎ গ্রামে কত পরিবার আছে, যাতায়াত ব্যবস্থা, লোকজন কেমন ইত্যাদি বিষয়ে ধারনা অর্জন করা।
(গ) ও.আর.ডব্লিউদের সঠিক পরিচয় প্রদান এবং জনগন যাতে ভুল ভাবে পরিবার পরিকল্পনার কর্মী হিসাবে না নেয় তা দূর করা।
(ঘ) গ্রামের পুরুষদের কর্মসূচীর অধীনে আনা।

পদ্ধতি :

প্রাক - যোগাযোগ ব্যবস্থা বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পাদিত হয়ে থাকে।

ইউনিয়ন পর্যায়ে :-

(ক) কোন ইউনিয়নে কর্মকান্ড শুরু করার কমপক্ষে ৭দিন পূর্বে ঐ ইউনিয়নের মেম্বার ও নেতৃস্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সাথে ইউনিয়ন পরিষদ অফিসে অথবা অন্য কোন সুবিধাজনক স্থানে প্রাক-যোগাযোগ সভা করা হয়। এই সভায় কর্মসূচীর বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং ঐ সমস্ত ব্যক্তিবর্গ যাতে কর্মসূচী বাস্তবায়নে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা করে তার ব্যবস্থা করা।
(খ) চেয়ারম্যানের সাথে যোগাযোগ করার পর কর্মকান্ড শুরু করার পূর্বে চৌকিদার অথবা দফাদারের মাধ্যমে মেডিকেল টিমের কাজ করার ঘোষনা প্রতিটি গ্রামে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করা। ঘোষনা দেওয়ার সময় ডায়রিয়া প্রতিরোধ করুন লেখাটুন বহন করবে।

গ্রাম ও পাড়া/বাড়ি পর্যায়ে :-

(ক) নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি এবং সাধারন পুরুষদের নিয়ে গ্রাম এবং পাড়া বাড়ি পর্যায়ে কর্মকান্ড শুরু করার ২-১ দিন পূর্বে মিটিং এর ব্যবস্থা করা।
(খ) মিটিং এ কর্মসূচীর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা এবং লবন-গুড়ের স্যালাইন বানানো হাতে কলমে শিখানো।

ব্যক্তি পর্যায়ে :-

গ্রাম বা হাটিতে লোকজনের অভাবে ব্যক্তি পর্যায়ে কর্মসূচীর উপর আলোচনা করা। মোট কথা প্রতিটি গ্রামে কমপক্ষে ৪০% পুরুষকে এই কর্মসূচীর আওতাধীনে আনার ব্যবস্থা করা। আন্তরিক ও সঠিকভাবে গ্রাম -যোগাযোগ সাধনের উপর বহুলাংশে নির্ভর করে কর্মসূচীর সফলতা।

: গ্রাম-যোগাযোগের সময় গ্রামে ক্লিনিকের সময় সূচী বলে আসতে হবে।
: গুরুত্বপূর্ণ স্থান গুলোতে পোষ্টার লাগাতে হবে।

৩। স্কুল ফোরাম :- বাংলাদেশে ৬৮ হাজার গ্রামে প্রায় ৪২ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এই বিশাল শক্তিকে ডায়রিয়া প্রতিষেধক কর্মসূচীর সফলতা অর্জনের সহায়ক শক্তি হিসাবে গড়ে তোলার লক্ষে স্কুল ফোরামকে কাজে লাগানো হয়ে থাকে।

স্কুল ফোরামের উদ্দেশ্য হল –

(ক) ছাত্র-ছাত্রী যারা আগামী দিনের নাগরিক তাদের মধ্যে লবনগুড় স্যালাইন কার্যকারিতা সম্পর্কে ধারনা দেয়া।

(খ) ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা গ্রামের জনসাধারনের মধ্যে লবনগুড় স্যালাইনের প্রচারাভিযান চালানো।

(গ) ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা লবনগুড় স্যালাইনের ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করা।

পদ্ধতি :

(ক) ইউনিয়নে কাজ শুরু করার পূর্বে উক্ত ইউনিয়নের প্রতিটি স্কুলের নাম ও অবস্থান সম্পর্কে এরিয়া অফিস হতে তথ্য সংগ্রহ করা।

(খ) স্কুল গুলোতে কাজের জন্য নিজের মধ্যে আলোচনা সাপেক্ষে পরিকল্পনা প্রনয়ন, পরিকল্পনা অনুযায়ী স্কুল পর্যায়ে ক্রমিক যে সব কাজ করতে হয় তা হলো :

প্রথম দিন :

: স্কুলের শিক্ষকদের সঙ্গে ব্র্যাক এবং ওটেপের পরিচয় ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোকপাত করা। স্কুল ফোরামের প্রাসংগিক বিষয়সমূহ বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা। ওটেপ সংক্রান্ত কাগজপত্রাদি শিক্ষকদের মধ্যে বিতরন করা।

: উক্ত স্কুলের তৃতীয় শ্রেনী হতে পঞ্চম শ্রেনী পর্যন্ত সকল ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মিটিং করা। সেখানে মূলতঃ ডায়রিয়া কি, লবনগুড়ের স্যালাইন বানানোর এবং খাওয়ানোর নিয়ম, স্যালাইন খাওয়ানোর শুরু করার সময় ও পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ ভাল করে বুঝানো। এরপর ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লিফলেট বিতরন করা।

: ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে লবন-গুড়ের স্যালাইন বানানো পদ্ধতি হাতে কলমে শেখানো ।
: মিটিং এর পর অর্গানাইজিং শিক্ষকের সহায়তায় ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্য থেকে ক্যাডার নির্বাচন করা ।
: আশে-পাশের দশজন খানা প্রধানের নামের তালিকা পরদিন লিখে আনার জন্য ক্যাডারদের মধ্যে ফর্মা বিতরন করা । খানা প্রধানের ফর্মাটি নিম্নরূপ :-

ক্যাডারের নাম :
পিতার নাম :
শ্রেনী : গ্রাম :

ক্রমিক নং কর্তার নাম পাড়া/হাটি

: উক্ত স্কুলে অর্গানাইজিং শিক্ষক ও ক্যাডার ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে পরবর্তী মিটিং করার তারিখ নির্ধারন করা ।
: স্কুলে পোস্টার লাগানো ।

দ্বিতীয় দিন (নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী) ।

: নির্দিষ্ট তারিখ মোতাবেক ক্যাডার ছাত্র-ছাত্রী ও অর্গানাইজিং শিক্ষককে নিয়ে মিটিং করা ।
: স্যালাইন বানাবার পদ্ধতি ক্যাডারদের হাতে কলমে শেখানো ।
: ক্যাডারদের কাছ থেকে খানা প্রধানদের তালিকা সংগ্রহ করা এবং তা যাচাই পূর্বক ব্যাজ প্রদান ।
:- ক্যাডারদের কাজ ও দায়িত্ব সম্পূর্ন বুঝিয়ে দেয়া ।

ক্যাডারদের কাজ হবে :-

(ক) তাদের আওতাধীন প্রতিটি বাড়িতে প্রতিদিন গিয়ে ডায়রিয়া রোগী খোঁজ করা ।
(খ) ডায়রিয়া রোগী পেলে ঐ বাড়ীর শিক্ষাপ্রাপ্তা মহিলাকে নিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা।
(গ) প্রত্যেক দিন কাজের রিপোর্ট শিক্ষকের কাছে পেশ করা ।
(ঘ) গ্রামের সব ক্যাডার মিলে সপ্তাহে ১দিন ফেস্টুন ব্যানার সহকারে গ্রামের প্রতিটি বাটি পাড়াতে প্রচারাভিযান চালানো ।

স্কুল ফোরাম (হাই স্কুল পর্যায়) :-

উদ্দেশ্য :-
(ক) হাই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের লবন-গুড়ের স্যালাইন সম্পর্কে জানানো ।
(খ) লবন-গুড়ের স্যালাইন ব্যবহারে জনগণকে উৎসাহিত করা ।

পদ্ধতি :-

(ক) স্কুল মাদ্রাসা প্রধানের সাথে যোগাযোগ পূর্বক ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে মিটিং করা ।
(খ) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে লিফলেট বিতরন ।
(গ) প্রতিষ্ঠানে পোস্টার লাগানো ।

৫। মসজিদ ফোরাম (Mosque Forum) :

নবজন-পুত্রের স্যালাইন জনপ্রিয় করার সাথে যে সকল অন্তরায় আছে তার মধ্যে কর্মসূচীর প্রতি ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের অনীহা অন্যতম । তাই তাদেরকে কর্মসূচীর প্রতি আস্থাশীল করে তোলার লক্ষে মসজিদ ফোরামের আয়োজন করা হয়ে থাকে । যে সকল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে এই ফোরামের আয়োজন করা হয় তা হচ্ছে :-

উদ্দেশ্য :

(ক) রক্ষণশীল ধর্মপ্রান মুরুব্বীদের কর্মসূচীর আওতায় আনা এবং ও.আর-ডব্লিউ টিমের সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজে লাগানো ।

(খ) ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর নিয়ন্ত্রনকারী ব্যক্তিবর্গকে কর্মসূচীর প্রতি সমর্থন আদায় করা এবং তার মাধ্যমে তা প্রচারের ব্যবস্থা করা ।

পদ্ধতি সমূহ :

(ক) ইউনিয়নে কাজ চলাকালীন অবস্থায় উক্ত ইউনিয়নের প্রতিটি মসজিদের ইমাম সাহেব-দের সাথে দেখা করা ও কর্মসূচীর বিস্তারিত আলোচনা করা ।

(খ) শুক্রবারে জুম্মার নামাজের দিন সকল মুসল্লিদের উপস্থিতিতে কর্মসূচীর আলোচনা করা।

(গ) ইউনিয়ন ভিত্তিক সকল ইমাম ও প্রভাবশালী মুসল্লিদের সমন্বয়ে কেন্দ্রিয় সভা ডেকে উক্ত সভায় কর্মসূচীর বিস্তারিত আলোচনা করা, কেন্দ্রিয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা এবং প্রচারের জন্য তাদের উদ্বুদ্ধ করা ।

(ঘ) মুসল্লিদের মধ্যে লিফলেট বিতরন করা । প্রয়োজন হলে অনুষ্ঠানটির সৌন্দর্য রক্ষার্থে সামান্য তবারক বিতরন এবং মোনাজাত করা যেতে পারে । সভা আহবানে চিঠিপত্র লিখার জন্য ধর্মীয় শব্দ ব্যবহার করা উচিৎ । কেন্দ্রীয় ইমাম সাহেবদের ফোরামটির নাম করন করা হয় "কেন্দ্রীয় ইমাম মাহফিল"

কেন্দ্রীয় সভা :(Central Workshop):-

সমষ্টিগত ভাবে যে কোন আলোচনার বিষয়বস্তু অতি সহজেই মনকে স্পর্শ করাতে পারে এবং এর প্রভাব সুদূর প্রসারী হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী । যে কোন কেন্দ্রীয় সভা করার উদ্দেশ্য হল:
(ক) সাড়া জাগানোর মধ্য দিয়ে জনমনে লবন-গুড়ের স্যালাইনের প্রতি আস্থা গড়ে তোলা ।
(খ) ব্যাপক প্রচারের জন্য ।

দু'পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সম্মেলন করা হয়ে থাকে । প্রথমতঃ ইউনিয়ন পর্যায়ে এবং দ্বিতীয়তঃ থানা পর্যায়ে ।

<u>থানা পর্যায় সভা</u> :

(ক) উপজেলা নির্বাহী অফিসার এর সাথে যোগাযোগ করে থানার সকল সরকারী ও বেসরকারী কর্মকর্তা ও চেয়ারম্যানদের নিয়ে কেন্দ্রীয় সম্মেলন ।

(খ) থানা শিক্ষা অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে থানা শিক্ষক সমিতির কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় শিক্ষক সম্মেলন ।

(গ) থানা স্বাস্থ্য প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ করে তার নিয়ন্ত্রণাধীন সকল পল্লী চিকিৎসক গনের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় পল্লী চিকিৎসক সম্মেলন ।

<u>ইউনিয়ন পর্যায় সভা</u> :

(ক) সকল প্রাইমারী স্কুলের স্যারদের নিয়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক কেন্দ্রীয় স্যারদের সম্মেলন করা হয় । উক্ত কেন্দ্রীয় মিটিং এ এলাকার গন্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে নিমন্ত্রন করা হয় । সেই মিটিং এ এরিয়া ম্যানেজার সাহেব উপস্থিত হওয়ার চেষ্টা করেন । তাই সম্মেলনের তারিখ পূর্বে এরিয়া ম্যানেজারকে জানানো দরকার [illegible] ।

(খ) ইউনিয়ন ভিত্তিক পল্লী চিকিৎসক ও হাতুড়ে ডাক্তারদের নিয়ে মিটিং করা হয় । কিছু সংখ্যক নেতৃস্থানীয় হাতুড়ে ডাক্তারদের সাথে ব্যক্তি পর্যায়ে যোগাযোগ করে তাদেরকে কর্মসূচীর প্রতি প্রথমে আকৃষ্ট করতে হবে । তারপর তাদের মাধ্যমে ইউনিয়নের অন্যান্য হাতুড়ে ডাক্তারদেরকে ডেকে মিটিং করা ।

(গ) ইউনিয়ন পর্যায়ে উক্ত এলাকার চেয়ারম্যান, মেম্বার ও অন্যান্য প্রভাবশালী নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে ইউ, পি, অফিসে কেন্দ্রীয় সভা করা হয় । এই কেন্দ্রীয় সভায় গ্রাম পর্যায়ে সেমিনারে অংশগ্রহনকারী এক বা একাধিক প্রতিনিধি থাকেন ।

৭। <u>হাট ফোরাম (Hat Forum)</u> :

<u>উদ্দেশ্য</u> :

(ক) গ্রামে গঞ্জে ডায়রিয়া প্রতিরোধ কর্মসূচীর মেডিকেল টিমের আগমনের কথা ব্যাপক এবং অতি তাড়াতাড়ি প্রচার করা ।

(খ) গ্রামে গ্রামে ও,আর, ডব্লিউদের সঠিক পরিচয় তুলে ধরা ।

<u>পদ্ধতি সমূহ</u> :

(ক) হাট চলাকালীন সময়ে শিক্ষিকাগণ বাজারে উপস্থিত হয়ে নেতৃস্থানীয় লোকদের সঙ্গে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত ভাবে কথা বলেন থাকেন । এতে করে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত মেডিকেল টিম যে গ্রামে গ্রামে কাজ করে যাচ্ছে তা অতি সহজেই ছড়িয়ে দেওয়া যায় ।

(খ) হাট চলাকালীন সময়ে রিক্সা অথবা সুবিধাজনক যানবাহনে মাইক বেঁধে মেডিকেল টিমের কাজের কথা প্রচার করা যায়।

(গ) হাট চলাকালীন সময় চৌকিদার ও দফাদারের হাতে ডায়রিয়া সম্বলিত ফেস্টুন দিয়ে পুরো বাজার ঘোরানো। তখন তাদের মাধ্যমে শিক্ষিত লোকের মধ্যে কিছু লিফলেট বিতরন করা।

(ঘ) হাটের বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগানো।

৮। <u>রোগীর যত্ন ও পর্যবেক্ষন। (Pt. Care & Follow-up)</u> :

সমাজে ওটেপের শিক্ষাদান কার্য স্থায়ীভাবে ধরে রাখার জন্য তথা মুখের খাওয়ার স্যালাইন জনপ্রিয় করার সর্বোৎকৃষ্ট পথ হচ্ছে রোগীর যত্ন ও তার পর্যবেক্ষন কার্য সঠিকভাবে চালিয়ে যাওয়া। এর সফল ও সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে মুখে খাওয়ার স্যালাইন ব্যবহারের হার বৃদ্ধি করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্য হচ্ছে :

(ক) লবন-গুড় স্যালাইনে রোগীর চিকিৎসা করে মুখে খাওয়ার স্যালাইনের প্রতি জনগণের আস্থা গড়ে তোলা।

(খ) ডায়রিয়া হলে মুখে খাওয়ার স্যালাইন ব্যবহারে জনগনকে উৎসাহিত করা।

(গ) লবন-গুড় স্যালাইনের কার্যকারিতা জনগনের মধ্যে প্রচার করা।

<u>পদ্ধতি সমূহ</u> :

এই ফোরামের সঠিক ও সার্থক বাস্তবায়নের জন্য নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলো অনুশীলন করা হয়।

(ক) পি, ও, গনকে গ্রাম যোগাযোগের দিন গ্রামে কাজ করার সময় রোগী খোঁজ করে তাৎক্ষনিক চিকিৎসা করা। পরবর্তী দিন ঐ রোগীদের খোঁজ খবর নিয়ে সুস্থ রোগীকে সামনে রেখে পাড়া মাটিতে মিটিং করা।

(খ) <u>গ্রামে রোগী চিকিৎসা</u> :- ও, আর, ডব্লিউরা গ্রামে কাজ করার সময় কোন রোগী পেলে তৎক্ষনাৎ তাদের সংগে অবস্থানকারী পি, ও, কে তা অবগত করায় পি, ও, তখন ঐ রোগীর যত্ন ও পর্যবেক্ষনের কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। কোন কোন সময় পরবর্তী দিনেও ঐ রোগীর খোঁজ খবর নিতে হয় এবং পরামর্শ দিতে হয়। কোন রোগী সুস্থ হয়ে যাওয়ার পর তাকে সামনে রেখে সেই পাড়ায় মাটিতে মিটিং করা।

(গ) <u>ডায়রিয়া ক্লিনিক</u> : প্রতিটি ও, আর, ডব্লিউ টিমে ক্লিনিক এর সকল প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র রাখা হয়। রোগী চিকিৎসার জন্য এই ক্লিনিক সকালে ও বিকালে খোলা থাকে। গ্রাম যোগাযোগের সময় পি, ও, এই ক্লিনিক ও চিকিৎসার সময়সূচী সবাইকে জানিয়ে আসেন। টিম ফিল্ডে যাওয়ার সময় অবশ্যই টিমের কুক বা যে গ্রামে শিবির আছে ঐ গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তি কাছে ফিল্ডের ঠিকানা বলে যাবে যাতে জরুরী ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহন করা সহজতর হয়। এই জন্য প্রতিটি টিমের কুককে লবন-গুড় স্যালাইন বানানো জানতে হবে।

৯। <u>পুরুষদের সাথে যোগাযোগ (Male contact)</u>

যেহেতু আমাদের সমাজ পুরুষ দ্বারা শাসিত তাই মেয়েদের লবন-গুড় স্যালাইন বানাবার ও খাওয়ানোর পদ্ধতি শিক্ষা দিলে ও পুরুষের বিনা অনুমতিতে তাদের যে শিক্ষা বাস্তবে কাজে লাগানো সম্ভব নয়। এ সব অসুবিধাকে দূর করতে পুরুষ যোগাযোগ অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

<u>উদ্দেশ্য</u> :

(ক) বাড়ীর মেয়েরা যাতে ডায়রিয়া রোগীকে লবন-গুড়ের স্যালাইন খাওয়ায় সে ব্যাপারে পুরুষদের সমর্থন আদায় করা।
(খ) ৭টি জেলার প্রতিটি গ্রামের কমপক্ষে ৮৫% পুরুষকে লবন-গুড় স্যালাইন তৈরী ও খাওয়ানোর নিয়ম শিখানো।
(গ) ডায়রিয়া প্রতিরোধে নারী পুরুষ সবাইকে উৎসাহিত করা।

<u>পদ্ধতি</u> :

(ক) পূর্ব যোগাযোগ (Pre-contact) সময়।
(খ) যোগাযোগের পর (Past contact)
(গ) হাট মিটিং।
(ঘ) গ্রাম মিটিং।
(ঙ) গ্রামে টিমের কাজ চলাকালীন সময়ে টিমের দায়িত্বে নিয়োজিত ব্র্যাক কর্মীর যতবেশী সম্ভব পুরুষদের সাথে লবন-গুড় স্যালাইন সম্বন্ধে আলাপ করা।
(চ) ইউনিয়ন পর্যায়ে মিটিং।
(ছ) ব্যক্তিগত পর্যায়ে যোগাযোগ।

১০। <u>গ্রাম পর্যায়ে পুরুষ সেমিনার (Village-wise Male Seminar)</u> :

<u>উদ্দেশ্য</u> :

(ক) ডায়রিয়া রোগে লবন-গুড়ের স্যালাইন ব্যবহার ও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে উন্নততর (Self-limiting & wash out theory) ধারনা দেয়া।
(খ) স্বাস্থ্য সম্পর্কীয় অসচেতনার উপর যে কোন একটি বিষয়ে (Health Chart)আলোচনাপূর্বক সচেতন করা।
(গ) কর্মসূচীর প্রতি আস্থাশীল করে তোলা ও জনগণকে স্যালাইন ব্যবহারে উৎসাহিত করা।

<u>পদ্ধতি</u> :

(ক) গ্রামের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ও অশিক্ষিত অথচ সচেতন ব্যক্তিদের নামের তালিকা সংগ্রহ
(খ) তালিকাভুক্ত ব্যক্তিদের সাথে আলোচনা পূর্বক সেমিনারের দিন, ক্ষণ ও স্থান ঠিক করা
(গ) নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট সময়ে সেমিনার পরিচালনা করা।

<u>সেমিনারে আলোচ্য বিষয় :</u>

(ক) স্বস্তীমিত (Self-limiting & washout theory) ডায়রিয়া সম্পর্কে ধারনা দেয়া ।

(খ) ৭ পয়েন্টের গুরুত্বপূর্ন পয়েন্টগুলো (১, ৪,৫ ও ৬) বিশদ ভাবে আলোচনা করা।

(গ) জনস্বাস্থ্য বিষয়ক চার্ট (Health Chart) আলোচনা করা ।

উল্লেখ্য ও, আর, ডব্লিউ টিমের পি, ও, গনকে ইউনিয়নের প্রতিটি গ্রামে পুরুষ সেমিনার করতে হবে । কোন কারনে বাদ পড়া গ্রাম ২৫% এর বেশী হতে পারবে না ।

১১। <u>গ্রাম চিকিৎসক সেমিনার (Village Doctor Seminar):</u>

<u>উদ্দেশ্য</u> :

(ক) ডায়রিয়ার চিকিৎসার ব্যাপারে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি অবগত করানো ।

(খ) ডায়রিয়া সহজ চিকিৎসা (Oral Saline) ব্যাপারে ধারনা দেয়া ।

(গ) এল, জি, এস, ব্যবহারে জনগনকে উৎসাহিত করার জন্য চিকিৎসকদের উদ্বুদ্ধ করা ।

<u>পদ্ধতি</u> :

(ক) ইউনিয়নে কাজ শুরু করার পূর্বে উক্ত ইউনিয়নের গ্রাম চিকিৎসক/ফার্মেসী সহকারীদের নাম ঠিকানা এরিয়া অফিস থেকে সংগ্রহ করা ।

(খ) নেতৃস্থানীয় চিকিৎসকদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে দিন, সময় ও স্থান নির্বাচন করা ।

(গ) ইউনিয়নের চেয়ারম্যানের মাধ্যমে পত্র দ্বারা নিমন্ত্রন করা ।

(ঘ) নির্দিষ্ট তারিখে সেমিনার করা ।

(ঙ) উপস্থিত চিকিৎসকগণকে জানিয়ে দেয়া যে, তাদের নিজ পেশাগত গ্রামে পুরুষ সেমিনারে নিমন্ত্রন করা হবে এবং তাদেরকে উক্ত সেমিনারে নির্দিষ্ট বক্তব্য রাখতে হবে । লবন-গুড়ের স্যালাইন ব্যবহারের ক্ষেত্রে বক্তব্য রাখা তথা পূর্ন সহযোগিতার আশ্বাস পেলে সার্টিফিকেট প্রদান করা হবে ।

(চ) যারা সেমিনারে অংশগ্রহন করে পুরুষ সেমিনারে বক্তব্য রাখবে তাদেরকে নির্দিষ্ট দিন ঠিক করে অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বা ব্যক্তিগত ভাবে সার্টিফিকেট প্রদান করা ।

উল্লেখ্য ও, আর, ডব্লিউ টিমের পি, ও গণকে ইউনিয়ন এর প্রত্যেক চিকিৎসক ফার্মেসী সহকারীদের সেমিনারের মাধ্যমে কর্মসূচীর আওতাভুক্ত করতে হবে । সেমিনারে অনুপস্থিত চিকিৎসক সহকারীদের সাথে ব্যক্তিগত ভাবে যোগাযোগের মাধ্যমে কর্মসূচী সম্পর্কে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ।

নির্ধারিত বক্তব্য :
পাতলা পায়খানা, দাস্ত ও দুধ হাগা ডায়রিয়া বা কলেরার প্রথম লক্ষন। পাতলা পায়খানা বাড়তে বাড়তে বা কলেরা হয়। তাই আপনারা প্রথম পাতলা পায়খানা দেখার সাথে সাথেই এর সহজ ও নিরাপদ চিকিৎসা মুখে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়ানো শুরু করবেন। মনে রাখবেন ইনজেকশন স্যালাইন ও মুখে খাওয়ার স্যালাইন একই জিনিষ। তার মুখে খাওয়ার স্যালাইন বানানো খুবই সোজা। এক মুঠ গুড় এক চিমটা লবন ও আধসের পানি দিয়ে এ স্যালাইন বানাতে হয়। বড়দের প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর আধসের একবারে খাওয়াবেন এবং ছোটদের যতটুকু খেতে চায় ততটুকু খাওয়াবেন তবে ছোটদের বেলায় বাড়ে বাড়ে খাওয়াবেন। এখন থেকে পাতলা পায়খানা হওয়ার পর দেরী না করে প্রথম থেকেই মুখে খাওয়ার স্যালাইন খাওয়াবেন।

১২। ও, আর, ডব্লিউ, সুপারভিশন (ORW Supervision):-

উদ্দেশ্য :

(ক) ও, আর, ডব্লিউদের কাজের গুনগত মান বাড়ানো।
(খ) শিক্ষা দান পদ্ধতির মান উন্নয়ন তথা কর্মসূচীকে আরো সুন্দর ও লবন-গুড়ের স্যালাইনের ব্যবহার সম্প্রসারিত করা।

পদ্ধতি :

ও, আর, ডব্লিউদের কাজের তদারকী করার জন্য যে সব দিকে নজর দিতে হবে তা হচ্ছে :

প্রযুক্তিগত :(Technical):

(ক) শিক্ষাপ্রাপ্ত পরিবারের পাত্রে স্যালাইন বানানো।
(খ) ও, আর, ডব্লিউ, শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলাকে দিয়ে লবন-গুড়ের স্যালাইন তৈরী করায় কি না।
(গ) স্যালাইন বানাবার পর নিজে (ও, আর, ডব্লিউ)তার স্বাদ গ্রহন করা ও শিক্ষা প্রাপ্ত মহিলাকে দিয়ে স্বাদ গ্রহন করান।

(ঘ) সাত পয়েন্ট :-

পয়েন্ট -১।। ডায়রিয়ার উপর জোড় না দিয়ে যেন পাতলা পায়খানার উপর জোর দেয়া। পাতলা পায়খানার ভয়াবহতা মাকে ভালভাবে বুঝানো।

পয়েন্ট-২। টিউবওয়েল আছে এমন বাড়ী বা পাড়ায় তথা পানির উপর বিশেষ জোর না দেয়া। শিশুদের পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা এবং মায়ের দুধ ও স্তনের ব্যাপারে গুরুত্ব সহকারে বলা।

পয়েন্ট-৩। ইনজেকশন স্যালাইন ও মুখে খাওয়ার স্যালাইন একই জিনিষ এবং মুখে খাওয়ার স্যালাইন অতি সহজেই বানানো যায় ভালভাবে বুঝানো।

পয়েন্ট - ৪। সব গুড়েই মুখে খাওয়ার স্যালাইন হবে বলা। গুড়ের, পানির এবং লবনের পরিমান সঠিকভাবে দেখানো। সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার কথা না বলা। পানির মাপ ঠিক রাখার জন্য পাত্রে দাগ কাটা এবং আংগুল দিয়ে মেপে দেখানো। (এটা করতে হবে যখন মাকে দিয়ে স্যালাইন বানানো হয় তখন চামচ দিয়ে নেড়ে গুড় গুলিয়ে নেয়ার কথা না বলা।

পয়েন্ট - ৫। প্রথম পাতলা পায়খানার পর স্যালাইন খাওয়ানোর কথা গুরুত্ব সহকারে বুঝানো।

পয়েন্ট - ৬। প্রতিবার পাতলা পায়খানার পর পরই স্যালাইন খাওয়ানোর কথা বলে কি না।

পয়েন্ট - ৭। নির্দিষ্ট কোন পথ্যের কথা না বলা। স্যালাইনের পাশাপাশি স্বাভাবিক খাবার ও বেশী পরিমানে পানি খাবারের কথা বলা।

সাধারন-১ (মহিলাকে শিখানোর সময়) :-

(ক) শিক্ষাদান পদ্ধতি যেন কথোপকথনের মাধ্যমে হয়। ফ্লিপ চার্ট ছবির উপর জোর না দিয়ে বিষয়ের উপর জোর দেয়া।
(খ) মহিলার সাথে সম্মানসূচক ব্যবহার করা।
(গ) ডায়রিয়া ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে কথাগুলো সাজানো ভাবে ঠিকমত বলতে পারে কি না।
(ঘ) মহিলাকে বুঝাবার সময় জোর করে একতরফাভাবে বক্তব্য চাপানোর চেষ্টা করে কি না।
(ঙ) শিক্ষাদানের সময় কথাগুলো স্পষ্ট করে মহিলাকে বলে কিনা ও যে মহিলা শিক্ষা নেয় সে তা বুঝতে পারে কি না।
(চ) শিক্ষাদানের সময় ১, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর এই চারটি পয়েন্টের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয় কি না।
(ছ) শিক্ষাদান শেষ হলে মহিলা সবকটি পয়েন্ট বুঝতে পেরেছেন কিনা যাচাই করা।
(জ) কোন উত্তর ভুল হলে সেই পয়েন্টটি আবার ভাল করে বুঝান ও যাচাই করা।
(ঝ) পরিবারে ঐ সময় পাতলা পায়খানা করে এমন কেউ আছে কি না তা খোঁজ করা।

সাধারন-২।

(ক) সব সময় একজন মহিলাকে শিক্ষাদান করা।
(খ) সহকর্মীদের প্রতি সহানুভূতিশীল কি না। অর্থাৎ কাজ করার সময় নিজে শিখানোর জন্য ব্যস্ত না হয়ে পড়ে অন্য সংগীদের খোঁজ রাখা।
(গ) গ্রামে সহকর্মীদের নাম ধরে প্রকাশ্যে ডাকাডাকি না করা।
(ঘ) গ্রামে কোন পরিবার যাতে বাদ না পড়ে সেদিকে সতর্ক থাকা।
(ঙ) শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাকে বলে আসা তিনি যা শিখছেন তা যেন পরিবারের অন্য সবাইকে শিখিয়ে দেন।
(চ) গ্রামে অশোভনীয় আচরন করে কি না।

একটা ক্লায়েন্টের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে । একদিনে একটা ও, আর, ডব্লিউর ৩টা ক্লায়েন্ট সুপারভিশন করতে হবে । আরও লক্ষ রাখতে হবে, কোন বিশেষ এক বিষয়ে যেন ও, আর, ডব্লিউরা সাধারনে নিয়ে যেয়ে সব মহিলাদেরে বলতে থাকে । যেমন সাবান দিয়ে হাত ধোয়ার ব্যাপারে । সাবান দিয়ে হাত ধোয়া অবশ্য খারাপ নয় । যে বাড়ীতে সাবানের ব্যবহার আছে শুধুমাত্র সেই বাড়ীতে বলা যেতে পারে । তাই বলে সব মায়েদের এই শিক্ষা দেওয়া চলবে না কারন সব বাড়ীতে সব সময় সাবান পাওয়া যায় না ।

১০। <u>প্রচার মাধ্যম সমূহ</u> :

(ক) ব্যাপক প্রচারের জন্য ।
(খ) জনগনের মধ্যে শিক্ষা ধরে রাখার জন্য ।
(গ) লবন-গুড়ের স্যালাইন ব্যবহারে জনগনকে উৎসাহিত করা ।

<u>পদ্ধতি সমূহ</u> :

(ক) <u>লিফলেট বিতরন</u> :

যে সমস্ত ব্যক্তি-বর্গের মধ্যে লিফলেট বিতরন করতে হবে তা হ'ল :

: মৌলভী ও ইমাম সাহেবদের ।
: হাই স্কুলের সাধারন ছাত্র-ছাত্রী ।
: গ্রাম্য মাতব্বরদের ।
: ডি, সি, সি, (ছাত্র নহে এমন সব) ।
: প্রাইমারী স্কুলের মাষ্টারদের ।
: ইউ, পি, সদস্য ।
: লেখাপড়া জানে এমন সকল ব্যক্তিদের ।

(খ) <u>পোষ্টার বিতরন</u> :

যে সমস্ত ব্যক্তিদের মধ্যে পোষ্টার বিতরন করতে হবে তা হন :

: প্রাইমারী ও হাই স্কুলের মাষ্টার ।
: মহিলা ডি, সি, সি,
: স্কুলের শিক্ষক শিক্ষয়িত্রী ।
: পল্লী চিকিৎসক ।
: শিক্ষিত লোক থাকলে রোগী চিকিৎসা করা হয়েছে এমন কোন পরিবার ।

AYESHA ABED
LIBRARY
BRAC
66, Mohakhali C.A, Dacca-12

(গ) পোস্টার বিতরন :

কর্মকান্ডাধীন এলাকায় সকল গুরুত্বপূর্ন স্থান গুলোতে যাতে অধিক হারে পোস্টার লাগানো হয় সে দিকে বিশেষ যত্নবান হতে হবে । যে সকল জায়গায় পোস্টারিং করতে হবে তা হল :

: থানার সকল অফিস ।
: ইউনিয়ন পরিষদ অফিস ।
: স্কুল/মাদ্রাসা ।
: স্থানীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ক্লাব ।
: হাট , বাজার/গঞ্জ ।
: রেস্তোরা পান সিগারেটের দোকান ।
: ঔষধের দোকান ।
: ডাক্তার খানা ।
: বাস, লঞ্চ ও রেল স্টেশন ।
: গুরুত্বপূর্ন অন্যান্য সকল স্থান সমূহ ।

১৪। রিপোর্টিং (Reporting) :

১। পাক্ষিক :

- ও, আর, ডব্লিউ কার্যক্রম (Fortnightly Activity Report of ORW)
- পি, ও কার্যক্রম (P.O.Activity Report)
- রোগীর যত্ন ও পরিচর্যা (Fortnightly Patient Care & Follow-up List)

২। মাসিক :

- ক্যাডার নির্বাচন (Monthly Cader Seliction)
- পুরুষ সেমিনার রিপোর্ট (Monthly Male Seminar)
- মাসিক সম্পাদিত থানা তালিকা (Coverage Statistics for usage Survey)

৩। ইউনিয়ন ভিত্তিক :

- গ্রাম্য চিকিৎসক সেমিনার (Village Doctor Seminar)
- গ্রাম কভারেজ রিপোর্ট (Village Coverage Statistics)
- স্কুল কভারেজ রিপোর্ট (School Coverage Statistics)

১৫। টিম পর্যায়ে দেয়াল চার্ট (Wall Chart) :

- দৈনিক কার্যাবলীর পরিসংখ্যান (Daily Prefarmance Statistics)
- দৈনিক কার্য ক্রমের নির্দেশিকা (Daily Duty Roster)

-শেষ-

AYESHA ABED
LIBRARY